ত্রিপুরা সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

*****

স-২৬৯৭

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

"মুমূর্ষু রোগীদের রক্ত মল-মূত্র পরীক্ষার নামে কমিশন বাণিজ্য,"এই শিরোনামে প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় গত ২৬ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই সংবাদটির পরিপ্রেক্ষিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো যাচ্ছে যে,করবুক মহকুমা হাসপাতালের, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের রিপোর্ট অনুযায়ী, করবুক মহকুমা হাসপাতাল, শিলাছড়ি পিএইচসি, ঘোড়াকাপ্পা পিএইচসি, চেলাগাঙ পিএইচসি এবং তীর্থমুখ পিএইচসি এলাকায় কোনও বেসরকারি প্যাথলজি ল্যাবরেটরি নেই। তাই, বেসরকারি প্যাথলজি ল্যাবরেটরির সাথে মেডিকেল অফিসারদের কোনও সম্পৃক্ততা নেই।

এছাড়াও লংতরাইভ্যালী মহকুমা হাসপাতালের, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের রিপোর্ট অনুসারে,লংতরাইভ্যালী মহকুমা হাসপাতালের ল্যাবটি সকাল ৯টা ৩০মিনিট থেকে বিকাল ৪টা ৩০মিনিট পর্যন্ত খোলা থাকে এবং সকালে দু'জন ল্যাব টেকনিশিয়ান এবং বিকেল ৪টা ৩০মিনিট থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত একজন ল্যাব টেকনিশিয়ান নিযুক্ত থাকেন এবং ছুটির দিনে ল্যাব-টেকনিশিয়ানকে সোডিয়াম এবং পটাসিয়ামের মতো নির্দিষ্ট পরীক্ষা করার জন্য ডাকা হয়। কর্তব্যরত মেডিকেল অফিসাররা কোনও রোগীকে হাসপাতালের বাইরের ল্যাবে টেস্টের জন্য পাঠান না। যদি রোগী তাদের চেম্বারে আসে, তাহলে তারা মাঝে মাঝে রোগীকে বেসরকারি ল্যাবে কিছু রক্ত পরীক্ষা করতে বলেন।

পিএইচসি, সিএইচসি'র সকল এমওআইসিদের বক্তব্য হল ওপিডি চলাকালীন হাসপাতালে যে কোনও ল্যাব-টেস্ট করা যায়। রোগীরা বিনামূল্যে এই পরিষেবা পান। তবে কিছু পরীক্ষা যা হাসপাতালে পাওয়া যায় না, কিন্তু চিকিৎসার নিয়ম অনুসারে প্রয়োজনীয়, সেক্ষেত্রে রোগীকে পরামর্শ দেওয়া হয় যে তিনি বেসরকারি ল্যাবে পরীক্ষা করতে পারবেন কিনা। রোগী পক্ষ যখন বলে যে তারা বেসরকারি ল্যাবে পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক, তখনই তারা তাদের বেসরকারি ল্যাবে নির্দিষ্ট পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আইপিএইচএস স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে, অনেক ল্যাব-টেস্ট যা পিএইচসি এবং সিএইচসি-তে করা উচিত, সেগুলি প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়।তাই, চিকিৎসার অংশ হিসেবে যদি কোনও নির্দিষ্ট টেস্ট প্রয়োজন হয়, তবে চিকিৎসকরা রোগ সারাতে সর্বোত্তম চিকিৎসা প্রদান করে।

পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের রিপোর্ট অনুযায়ী গান্ধীগ্রাম পিএইচসি, বামুটিয়া পিএইচসি, মোহনপুর সিএইচসি, কাঞ্চনমালা পিএইচসি, জিরানিয়া সিএইচসি, রাণীরবাজার পিএইচসিগুলিতে তদন্ত কালে সংশ্লিষ্ট সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের এমওআইসিএবং ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানদের বক্তব্য অনুযায়ী তারা ল্যাব পরীক্ষা (ল্যাব টেস্ট) এর জন্য কোনও রোগীকে কোনও বেসরকারি ল্যাবরেটরিতে পাঠান না। জরুরি অবস্থার কিংবা পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেগুলো প্রতিষ্ঠানের ল্যাবে পরীক্ষার সুবিধার অভাবে করা হয় না, সেক্ষেত্রে রোগীদের রেফারেল হাসপাতাল/ এজিএমসি অ্যান্ডজিবিপিহাসপাতাল, আগরতলায় পরীক্ষা করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়াও কমিটি সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি সংলগ্ন বেসরকারি পরীক্ষাগারগুলিতে তদন্ত করেছে এবং সেখানে এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে কোনও রোগীকে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে সেখানে রেফার করেছেন।

*****